পাক্ষিক

আহমদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক ঃ
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা
২রা ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং ॥ ১২ই জঃ আউয়াল ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাংলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ৩৭শ : ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা কাহাফ ১ম রুকু	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১
* হাদীস শরীফ : 'মানবতার সম্মান, দুর্বলের প্রতি স্নেহ ও পশুর প্রতি দয়া'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রদত্ত সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* কুরআন ও বিজ্ঞান—(৯) :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
* সংবাদ : 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা' 'খড়মপুরে পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন' 'খুলনা লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র ইজতেমা' * আনসারুল্লাহ্‌র তা'লীমি প্রোগ্রাম :		২০

২০শে ফেব্রুয়ারী - 'মোসলেহ মওউদ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করুন

আল্লাহতায়ালা হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং খ্রীঃ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কালামুল্লাহ পবিত্র কুরআনের মর্যাদা প্রকাশার্থে এক অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সংস্কারক পুত্র 'মোসলেহ মওউদ'-এর জন্ম লাভ সম্বন্ধে এক সুবিস্তৃত অতিমহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা জাঁকজমকের সহিত সুউজ্জল রূপে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনে ৫২ বৎসর স্থায়ী তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ খেলাফতকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিভিন্ন দিক এবং হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ গুণাবলী, অবদান ও সুদূর প্রসারী কল্যাণপূর্ণ কার্যাবলীসহ তাঁহার পবিত্র জীবনের উপর আলোকপাত করিয়া প্রতিটি জামাতে যথারীতি উক্ত তারিখে ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আলোচনা সভার আয়োজন করিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ইং : ২রা ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই তবলীগ ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা কাহফ

১ম রুকু

১। আল্লাহর নামে (আরম্ভ করিতেছি) যিনি পরম দয়ালু (এবং) বারবার রহমকারী।

২। আল্লাহতায়ালাই সকল প্রশংসার অধিকারী, যিনি এই (মহান) কেতাব তাঁহার বান্দার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্রতা (-র লেশমাত্রও) রাখেন নাই।

৩। (এবং তিনি ইহাকে) সত্যে পরিপূর্ণ এবং সঠিক পথনির্দেশক রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মোমেনদিগকে, যাহারা নেক (এবং ঈমান উপযোগী) আমল করে সুসংবাদ দান করে যে তাহাদের জন্য (খোদার তরফ হইতে) উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে।

৪। তাহারা উহাতে (অর্থাৎ পুরস্কার প্রাপ্তির মার্গে) চিরকাল অবস্থান করিবে।

৫। এবং (তিনি এজন্যও ইহাকে অবতীর্ণ করিয়াছেন যে,) ইহা যেন (আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে) হুঁশিয়ার করে ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা বলে, আল্লাহ (অমুক ব্যক্তিকে) পুত্ররূপে বরণ করিয়াছেন।

৬। এ বিষয়ে তাহাদের ত মোটেই কোন জ্ঞান নাই, আর না তাহাদের পিতৃপুরুষদিগেরও (এ বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল), ইহা একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে (বরং) তাহারা শুধু মিথ্যা কথাই বলিতেছে।

৭। যদি তাহারা এই সুমহান বাণীর উপর ঈমান না আনে, তাহা হইলে তুমি (কি) তাহাদের চিন্তায় আক্ষেপ করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে?

৮। যাহা কিছু যমিনের উপর (অবস্থিত) আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় উহার সৌন্দর্য্যের কারণ হিসাবেই সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের (অর্থাৎ যমিনের অধিবাসীদের) পরীক্ষা করি যে তাহাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল করে। (অসমাপ্ত)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হাদিস শরীফ

মানবতার সম্মান, দুর্বলের প্রতি স্নেহ, ও পশুর প্রতি দয়া

১। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "এক ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহার খুব তৃষ্ণা হইল, সে এক কুপে গেল এবং উহাতে নামিয়া পানি পান করিল। সে বাহির হইয়া দেখিল কি, একটি কুকুর 'হপ্ হপ্' করিয়া হাপাইতেছে এবং ভিজা মাটি পিপাসার তাড়নায় চাটিতেছে। সে মনে মনে বলিল: পিপাসায় এই কুকুরেরও তেমনই কষ্ট হইতেছে, যেমন আমার হইয়াছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কুয়ায় নামিল। তাহার মূজায় পানি ভরিল এবং উহা মুখে ধারণ করিয়া উপরে উঠিল। কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহ্তায়ালা তাহার এই কাজটি কবুল করিলেন এবং তাহাকে মার্জনা করিলেন।" সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন: "হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)! চতুস্পদ জন্তুদিগের প্রতি দয়া করিলেও কি আমরা সওয়াব পাইব?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর প্রতি দয়ায় সওয়াব আছে।" অন্য এক রেওয়েতে আছে: "এক পিপাসিত কুকুর কুয়ার চারিদিকে ঘুরাফেরা করিতেছিল এবং পিপাসায় তাহার প্রাণ যাইতেছিল। হঠাৎ বনি-ইস্রাইলের এক ভ্রষ্টা মেয়েলোক তাহা দেখিয়া জুতা খুলিয়া উহাতে পানি ভরিয়া কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহতায়ালা তাহার এই পুণ্যের কারণে তাহাকে মার্জনা করিলেন।" [বুখারী; কিতাবুল মাওয়াসাহ্]

২। হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা প্রত্যেককেই নম্র ও দয়াদ্র ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। এমন কি, যদি তোমরা কোন জন্তুকে মার, তবে ইহাতেও দয়া প্রদর্শন করিবে। যখন কোন জন্তুকে জবাই কর, তখন উত্তম ও দয়াপূর্ণ উপায়ে জবাই করিবে। যেমন, ছুরিকে খুব তীক্ষ্ণধার করিবে এবং এই প্রকারে তোমার জবেহ্কৃত জন্তুকে আরাম পৌছাইবে।" [মুসলিম; কিতাবুস্ সাইদে ওয়াল-যাবায়েহ্]

৪। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ায় এক স্ত্রীলোক সাজা পাইয়াছিল। সে ঐ বিড়ালকে আবদ্ধ রাখিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। খাবারও দেয় নাই, পানিও দেয় নাই। উহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই, যাহাতে ভূমি হইতে ইঁদুর প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত। এই জুলুমের ফলে তাহাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল।"

[মুসলিম; কিতাবুল হায়াত]

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ:—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

'আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে মানুষের ছল-চাতুরী তাঁহার গজবকে আরও উত্তেজিত করে।'

'লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফল হয় না, আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে সাচ্চা পরিবর্তন চান।'

আল্লাহতায়ালা মানুষের হৃদয় দেখেন এবং তিনি মানব হৃদয়ের সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও গোপনতম ধ্যান-ধারণাকেও জানেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাচ্চা দেলের সহিত আল্লাহর দিকে না আসে, লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। খোদাতায়ালা সত্যিকার পরিবর্তন চান। আমি দেখিতেছি যে এখনও উহা সৃষ্টি হয় নাই। যখন মানুষ সেই পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিবে তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, লোকদের কিছু অংশও যদি ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা দয়াপরবস হইবেন। মানুষের সামনে নেক ও পুণ্যবান হওয়ার ভান করা এবং নিজেকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলিয়া প্রকাশ করা—ইহা আরও গুরুতর চাতুর্য। এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে বড় বড় গোপন খারাপি থাকে। আমি দেখিতে পাই যে, জগতে বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু খোদা-তায়ালা আসলে দেখেন যে, তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কিরূপ। যদি আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে এই সকল চালাকী-চাতুরী আল্লাহতায়ালার গজব ও ক্রোধকে আরও উত্তেজিত করে। মানুষের উচিত, আল্লাহতায়ালার সহিত পরিষ্কার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পূর্ণ ফরমাবরদারী ও এখলাস, আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার দিকে প্রত্তাবর্তন করা এবং তাঁহার বান্দাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। কোন ব্যক্তি হলুদ বর্ণের (গেরুয়া) কাপড় অথবা সবুজ লেবাস পরিধান করিয়া পীর-ফকীর সাজিতে পারে। দুনিয়াদার ব্যক্তিরা তাহাকে পীর-ফকীর বলিয়াও মনে করিয়া নেয়। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাকে ভালরূপেই জানেন যে সে কি ধরণের মানুষ এবং সে কি ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক চিকিৎসা এই যে মানুষ যেন খোদাতায়ালার সমীপে তাহার সকল গোনাহ হইতে তৌবা করে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমাসমূহ ভঙ্গ বা লঙ্ঘন না করে, তাঁহার মখলুক ও সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাহারও সহিত অসৎ ও দুর্ব্যবহার না করে এবং এই সব কাজ এখলাস ও সরলতার সহিত সম্পাদন করে; লোক দেখানোর নিয়তে যেন না করে। মানুষ যদি নিজের মধ্যে এই প্রকারের পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালা কৃপার সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[৬ই সুল্‌হা/জানুয়ারী ১৩৬৩/১৯৮৪ মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

নববর্ষের মোবারকবাদ এবং ওক্‌ফেজদীদের নতুন বৎসর সূচনার ঘোষণা ঃ

আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাতের প্রতিটি কদম উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবমান।

আরবজাহানের সংকট ও বিপদবালীর প্রেক্ষিতে জামাত আহমদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আরব ভ্রাতাদের সকল সমস্যা দুর হওয়ার জন্য দরদে-দেলের সহিত অবিরাম দোওয়া করুন।

—আজ এখানে মসজিদে আকসায় সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) জুম্‌য়ার নামায পড়ান এবং খোৎবা এরশাদ করেন। হুজুর আহ্‌বাবে-জামাতকে নববর্ষের মোবারবাদ জ্ঞাপন করেন, ওক্‌ফে-জদীদের নববর্ষ ঘোষণা করেন এবং আরব ভ্রাতাদের বিপদাবলী দুর হওয়ার জন্য জামাত আহমদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে দোওয়া করার জন্য তাহরীক করেন।

তাশাহুদ, তায়াওজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ আজ ১৯৮৪ ইসাব্দ/১৩৬৩ হিজরী শামসীর প্রথম জুম্‌য়া। সর্বপ্রথম আমি আহ্‌বাবে-জামাতকে নববর্ষের মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। খোদা করুন, যেন এ বৎসরটি সমগ্র মানবজাতির জন্য সকল দিক হইতে সর্বমুখী বরকত ও কল্যাণের কারণ হয় এবং আহমদীয়তের জন্য ইহা যেন অতীব কল্যাণ ও বরকত এবং সাফল্যের বৎসর হিসাবে নিরুপিত হয়। আমীন।

অতঃপর হুজুর বলেন, আমি ওক্‌ফে-জদীদের নুতন বৎসরের ঘোষণা করিতেছি। আল্লাহ-তায়ালার ফজলে জামাতের প্রতিটি কদম উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে উঠিতেছে। ওক্‌ফে-জদীদেরও আল্লাহতায়ালার ফজলে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এবং বিগত বৎসরের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার খাতে (নির্ধারিত বাজেটের তুলনায়) দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজারের অধিক এবং আতফাল (শিশু ও কিশোরদের) চাঁদার খাতে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা (রুপিয়া)-এর উর্ধে উসলি হইয়াছে। হুজুর বলেন, আমি আশা করি যে, জামাত এ বৎসরও এই তাহরীকটিতে অসা-ধারণ কোরবানী পেশ করিবে। হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-জদীদে জিন্দেদী ওক্‌ফ-কারী

মুয়াল্লেমদের খুবই অভাব অনুভব করা যাইতেছে। কোন একটি এলাকায় এই তাহরীকের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের মনোযোগ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং বর্তমানে খোদাতায়ালার ফজলে দুইশতেরও অধিক গ্রামে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। (উল্লেখযোগ্য যে, এবার সালানা জলসায় উক্ত অঞ্চলের দেড়শত নও-মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা ওক্‌ফে-জদীদের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছেন—অনুবাদক)।

এই তাহরীকটিতে শুধু টাকাই নয়, বরং ওক্‌ফ সম্পর্কিত রুহ্—উৎসাহ ও চেতনা সম্পন্ন জীবন-ওক্‌ফকারীদের প্রয়োজন।

ইহার পর হুজুর আরবজাহানের জটিল সমস্যা ও বিপদাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া আরব ভাইদের জন্য বিশেষভাবে দরদভরা দোওয়ার তাহরীক করেন, যাহাতে আল্লাহ্-তায়ালা তাহাদের সকল সঙ্কট দূর করিয়া দেন। হুজুর বলেন, ইহার জন্য মাত্র বার দুই/এক দোওয়ার প্রয়োজন নয়, বরং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গভীর ব্যাথা-বেদনা ও বিশেষ একাগ্র-চিত্ততার সহিত অবিরাম দোওয়া করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

প্রত্যেক নামাজে, প্রতিটি তাহাজ্জুদে বিশেষ দরদ ও মনোযোগ সহকারে ক্রমাগত দোওয়া করুন। আল্লাহতায়ালা আরব ভ্রাতাদের উপর রহমত বর্ষিত করুন, তাহাদিগকে দুঃখ-কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন এবং তাহাদের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা সুলভ ব্যবহার করুন।

হুজুর (আইঃ) আরববাসীদের সম্পর্কে বর্ণিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও কল্যাণময় এরশাদসমূহ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আরবী গ্রন্থাবলী হইতে তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসা জ্ঞাপক প্রাণবন্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতি সমূহ পাঠ করিয়া শোনান। এতদ্ব্যতীত, হুজুর (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা) হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের এই ভবিষ্যদ্বানীটিও বর্ণনা করেন যে আরববাসী একদিন দলে দলে আল্লাহতায়ালার কায়েমকৃত জামাতে দাখিল হইবে। হুজুর বলেন, বন্ধুগণ দরদে-দেলের সহিত দোওয়া করুন যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শীঘ্র পূর্ণ হয়। (সংক্ষেপিত)

(আল-ফজল ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৪ইং)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঘোষিত সালানা জলসার মাহাত্ম্য

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় সকলের যোগদান করা আবশ্যকীয়, যাঁরা পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি ও সরল ব্যক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।"

(এস্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)

জামাতের আহমদীয়ার ১১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ ঃ

সমগ্র বৎসর ব্যাপী আল্লাহতায়ালা জামাতে আহমদীয়ার উপর যে সকল ফজল ও কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন সেগুলি গণনা করাও অসম্ভব।

'নযারত ইসলাহ-ও-ইরশাদ' এবং মুরুব্বীগণ খোদাতায়ালার ফজলে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করিতেছেন।

জামাতের উচিত 'ওয়াক্‌ফে আরযী'র অধীনে অধিকতর সংখ্যায় অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ-কারীদের সৃষ্টি করা, যাহাতে বন্ধুগণ আল্লাহতায়ালার প্রভূত ফজল ও অনুগ্রহের ওয়ারিশ হইতে পারেন।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার যত টাকারই প্রয়োজন হয়, আল্লাহতায়ালা উহা সংগ্রহ করিয়া দেন।

আহমদীয়া জামাতের মেধাবী ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হইয়া চলিয়াছে।

জামাতের অগ্রগতি ও সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে দারুল-যিয়াফত (অতিথি-শালা -কেও প্রতি বৎসর সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

রাবওয়াতে মহিলাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা এবং ঘরকন্না ও গৃহ সংস্থানের নিয়ম-বিধি শিখানোর উদ্দেশ্যে একটি স্কুল (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) স্থাপন করা হইবে।

এখন 'নযারতে-উমুরে-আম্মা'-এর সম্বন্ধে অভিযোগের পরিবর্তে প্রশংসা-পূর্ণ পত্রাদি আসিতেছে।

পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ডাক্তারগণ ওয়াক্‌ফে-আরযী করিয়া 'ফজলে-উমর হাসপাতাল'কে সময় দিন।

আহমদীয়া জামাতের দ্বারা আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি দেশের লোক দ্বীন-হক ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত হইতেছেন।

বিশ্বের ৩৮টি দেশে জামাত আহমদীয়ার ২৪০টি নিয়মিত মিশন কর্মতৎপর রহিয়াছে।

সর্বমোট ১০২টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে; এ বৎসর তিনটি নতুন মিশন কায়েম করা হইয়াছে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী ঃ

জগৎময় আহমদীয়া জামাতে জাগরণের এক অসাধারণ ঢেউ খেলিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন-কেন্দ্র হইতে আহমদীয়াতের প্রোগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

রাবওয়া : ২৭শে ফাতাহ্/ডিসেম্বর ১৩৬২/১৯৮৩—জামাত আহমদীয়ার ৯১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশন জলসাগাহে বাজামাত জোহর ও আসরের নামায আদায়ের পর ২ ঘটিকায় সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন জনাব ক্বারী আশিক হুসেন সাহেব। তারপর শেখোপুরা নিবাসী জনাব গোলাম সারওয়ার সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তত্বপূর্ণ কবিতা—"হাম্‌দ ও সানা উসী কো জো যাত জাবেদানী" সুললিত কণ্ঠে শোনান। অতঃপর জনাব মুনীর আহমদ জাবেদ সাহেব সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সদ্য রচিত কবিতা সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। এই কবিতাটি এতই সারগর্ভ প্রভাবময় ও প্রাণবন্ত ছিল যে আহ্বাবে জামাত উহার প্রতিটি পংক্তিতে বিমোহিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে গগণবিদারী না'রা উত্থাপন করিতে থাকেন এবং সুবিশাল জলসাগাহ্ (পেণ্ডাল) অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ও মুখরিত হইয়া উঠে। উক্ত কবিতা পাঠের পর কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় মোহতামাদ জনাব ডাঃ আবদুল খালেক সাহেব ষ্টেজে আসিয়া হুজুর (আইঃ)-এর সমীপে, জুবিলী আলামে-এন্‌য়ামী' সংক্রান্ত আন্তঃমজলিস প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারী দারুল-যিকর—ফইসালাবাদ মজলিসকে 'আলামে-এন্‌য়ামী' (পুরস্কারমুলক পতাকা) প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। তেমনি-ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী রাবওয়া ও সারগোধা শহরের মজলিসদ্বয়কে সন্তোষ-জ্ঞাপক সনদ প্রদানের জন্য দরখাস্ত করেন। এই সকল পুরস্কার বিতরণের পর হুজুর (আইঃ) এ বৎসর বহির্দেশীয় মজলিসসমূহের প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারী পশ্চিম জার্মানীর মজলিসের কায়েদ জনাব ওয়াগ্‌স হাওজারকে পুরস্কারসূচক শিল্‌ড ও সন্তোষ-জ্ঞাপক সনদ প্রদান করেন।

তারপর কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর পক্ষ হইতে নায়েব সদর মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব মাইকের সম্মুখে আসিয়া হুজুরের খেদমতে সামগ্রিক কর্ম-তৎপরতার ভিত্তিতে আনসারুল্লাহর বিশ্বব্যাপী মজলিসসমূহের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকারী মডেল টাউন—লাহোর মজলিসকে 'আলামে-এন্‌য়ামী' প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। তেমনিভাবে তিনি প্রথম দশটি পজিশন লাভকারী অবশিষ্ট নয়টি মজলিসে-আনসারুল্লাহর নামও ঘোষণা করেন। সেগুলি ছিল নিম্নরূপ :

মজলিস রাবওয়া, আওকাড়া, রাওলপিণ্ডি শহর, দারুল-জিকর ফয়সালাবাদ, গুজরাত, লাহোর, ড্রিগরোড-করাচী, সুক্কুর (শহর) এবং শাহ্‌দারা (টাউন)।

অতঃপর শতবার্ষিকী জোবিলীর তা'লীমী পরিকল্পনার অধীনে তামগা (পদক) বিতরণের দ্বাদশ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ৫ জন ছাত্রকে (যাঁহারা এ বৎসর বিভিন্ন মহাবিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান লাভ করিয়াছেন,) তামগা প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়। হুজুর (আইঃ) তাহাদিগকে এবং কোন কোন ছাত্র উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমনের কারণে তাহাদের পিতাদিগকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

হুজুরের ভাষণ ঃ

২টা ৪০ মিনিটে হুজুর (আইঃ) ভাষণদানের জন্য মাইকের সামনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে সমগ্র জলসা-গাহ্‌ (যেখানে প্রায় পৌণে তিন লক্ষ শ্রোতা উপবিষ্ট ছিলেন) বিপুল না'রা-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। হুজুর আসিয়া দঁড়াইবা মাত্র 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' বলেন। জনতা হুজুরকে স্বাগতম জানাইয়া মুহুর্মুহু আকাশ চুম্বী না'রা সমূহ উত্থাপন করিতে থাকেন। তারপর হুজুর তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন ঃ

আজকের দিন আল্লাহতায়ালার ফজল ও কৃপাসমূহ বর্ণনা করার দিন। অন্য কথায়, যেন বৃষ্টিকণা সমূহ গণনা করার দিন, যাহা সাধ্যাতীত ব্যাপার। সারা বৎসরব্যাপী আল্লাহ-তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহরাজীর যে বারিধারা বর্ষিত হইয়া থাকে তাহা এই সংক্ষিপ্ত সময়ের আধারে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নয়। যাহা হউক, সামর্থ ও তওফিক অনুযায়ী (প্রতিবৎসর এই দিনের বক্তৃতায় সেগুলি বর্ণনা করার) চেষ্টা করা হয়। আল্লাহতায়ালার এহ্‌সান ও কৃপাসমূহ দেখিয়া আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় ভরিয়া ও উথলিয়া উঠা উচিত এবং চক্ষুদ্বয় হাম্‌দে হৃদয় ভরিয়া যাওয়ার পর অশ্রুজলে ছাপাইয়া পড়া উচিত, আর তারপর আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ দোওয়ায় পরিণত হইয়া আমাদের অন্তঃ-করণের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃপ্রবাহে নির্গত হওয়া উচিত।

হুজুর বলেন, আমি আমার বক্তব্য পাকিস্তান হইতে আরম্ভ করিতেছি। পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়ার 'মরকজ' (কেন্দ্র) স্থাপিত। এবং এখানেই সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

নযারত ইসলাহ্‌-ও-ইরশাদ ঃ

হুজুর বলেন, নযারত ইসলাহ-ও ইরশাদ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নযারত সমহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নযারত। ইহার কাজ ও কর্মপরিধি এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে একটি নযারত এই যাবতীয় কার্য শামাল দিতে পারে না।

সেইজন্য অতীতে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং আরও একটি নযারত 'ইসলাহ-ও-ইরশাদ মোকামী' নামে করা হইয়াছে; তারপর, ইহার তৃতীয় শাখা 'নযারত ইসলাহ-ও-ইরশাদ তা'লীমুল-কুরআন' স্থাপিত হয়। এই নযারতের কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত। প্রতিদিন এই নযারতকে কোন না কোন রঙে জামাতের তরবিয়তের কাজ করিতে হয়, দেশব্যাপী যতগুলি জামাত আছে সেগুলির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার

উপর নজর রাখিতে হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ দমাইতে ও মিটাইতে হয়, যাহাতে সেগুলি ফসাদ ও বিবাদ-বিসম্বাদের রূপ পরিগ্রাহ করার পর্যায়ে বাড়িয়া যাইতে না পারে।

হুজুর বলেন, আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের জামাতের মধ্যে ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির গুণ বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। বহু জটিল ও গোলমেলে ব্যাপার নযারতের হস্তক্ষেপে উপযুক্ত সময়ে নিষ্পত্তি লাভ করিয়াছে। মুরুব্বিয়ানে-কেরামও কাজ করিতেছেন এবং ইন্শা মা' শাআল্লা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতেছেন।

তা'লীমুল কুরআন ও ওয়াকফে-আরযী ঃ

"নযারত ইসলাহ-ও-ইয়শাদ তা'লীমুল কুরআন"-এর কার্যক্রম প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, এই নযারত ওয়াকেফীনে-আরযী (সীমিত সময় ওয়াক্‌ফ-কারীগণ)-এর সাংগঠনিক ব্যবস্থা (পরিচালনা) করিয়া থাকে। ওয়াকেফীনে-আরযীর সাংগঠনিক ব্যবস্থায় এ বৎসর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিগত বৎসর সর্বমোট ২১৭৬ জন 'ওক্‌ফকারীর তুলনায় এ বৎসর ২৬৪৬ জন আহ্‌বাব 'ওক্‌ফে-আরযী' পালন করিয়াছেন। বিগত বৎসর ১৩৪১টি 'ওফদ' পাঠান হইয়াছিল। আর এবৎসর ১৬৭২টি 'ওফ্‌দ' (বিভিন্ন জামাতে) গমন করেন। এই নযারত 'তা'লীমুল কুরআন ক্লাশ"-এরও আয়োজন করিয়া থাকে, যাহা প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রখর তপ্ত গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থী বাচ্চারা (যুবক ও কিশোরগণ) একত্রিত হয়। উক্ত ক্লাশে শিক্ষার্থীগণের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বিগত বৎসর ২০৯৯ জন শিক্ষার্থী যোগদান করিয়াছিল। আর এবার ৩০৭৬ জন শিক্ষার্থী সামিল হইয়াছে। ইহাতে মেয়েরা অসাধারণ আগ্রাহ-উদ্দীপনার পরিচয় দিয়াছে।

হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-আরযীর যে সকল ওফ্‌দ যান, তাহারা আমাকে সবিস্তারে পত্র লিখেন এবং এই প্রসঙ্গে বড়ই মনমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত সমূহ জ্ঞানগোচর হয়। একজন ওয়াকেফে-আরযী একটি জামাত সম্বন্ধে, যেখানে তাঁহার কাজ করার সুযোগ হইয়াছিল—তাঁহার রিপোর্টে লিখিতেছেন যে, পূর্বে উক্ত জামাতের শতকরা ৩০ ভাগ লোক মসজিদে আসিতেন। এখন শতকরা আষি ভাগ লোক আসেন। আর এক একজন লিখিয়াছেন, পূর্বে ৯ হইতে ১৪ জন মসজিদে উপস্থিত হইতেন। ওক্‌ফে-আরযীর সমাপ্তিকালে তাহাদের সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৪-এ দাঁড়াইয়াছে। আর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, প্রথম দিনে ফজরের নামাযে উপস্থিতি-সংখ্যা ছিল ৭ জন। এখন তাহাজ্জুদেই উপস্থিতি দাঁড়াইয়াছে ২০ জনে। আর একজন লিখিয়াছেন, নামাযে উপস্থিতি ১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৫ পর্যন্ত বাড়িয়াছে।

হুজুর বলেন, আনন্দের বিষয় এই যে, জামাতের মধ্যে সুপ্রভাব আহরণ ও নেক আসর কবুল করার গুণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোথায়ও অভিপ্রেত মানে অভাব বা দুর্বলতা দেখা দেয়, তাহা হইলে জামাত স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে যে, এরূপ কেন হইল। হুজুর বলেন, একদিকে রহিয়াছে ঐ সকল লোক, যাহারা বৎসরের পর বৎসর প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে কিন্তু তাহা সত্বেও একটি মানুষও দুর্নীতি, উৎকোচ ইত্যাদি হইতে বিরত হয় না। আর অন্য দিকে এই জামাতের মধ্যে যদি

সামান্যতম দুর্বলতারও উদ্ভব ঘটে, তাহা হইলে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা দুরীভূত হইয়া যায়।

হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-আরযী সম্বন্ধে যে সকল জামাত হইতে রিপোর্ট আসিয়া থাকে সেগুলির ব্যাপারে নাযের সাহেবের কর্তব্য, সেখান হইতে যেন এই রিপোর্ট ও সংগ্রহ করেন যে ওয়াকেফে-আরযী সেখানে যাওয়াতে যে জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল উহাতে পরে ক্রটি ও ভাটা পড়ে নাই তো। এতদ্ব্যতীত, সরেজমিনে যাইয়াও সন্ধান লওয়া উচিত যে, বস্তুতঃপক্ষে কতটুকু ইসলাহ্‌ সাধিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণ এখনও ইসলাহ্‌র প্রয়োজন রহিয়াছে।

হুজুর বলেন, ওয়াকেফীনের বহুবিধ উপকার ও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ইঁহারা শুধু অন্যেরই সংস্কার ও ইসলাহ্‌ করেন না বরং তাহাদের নিজেদেরও ইসলাহ্‌ হয়। এই প্রসঙ্গে হুজুর কয়েকটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া বলেন যে, এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ওক্‌ফে-আরযী এক অভিনব রুহানী জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষ। সত্য কথা বলিতে কি, আমি এখন নবউদ্দীপনায় উজ্জীবিত।" আর এক ভ্রাতা লিখিয়াছেন, "হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাঃ) এই স্কীমটি জারী করিয়া জামাতের উপর এক বিরাট এহ্‌সান করিয়াছেন।" আর এক ভ্রাতা লিখিয়াছেন, "ওক্‌ফে-আরযীতে থাকা কালীন আমার এতই রুহানী তৃপ্তিলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে যে, এখন আমার চেষ্টা এই, যেন আমার জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত জামাতের জন্য ওক্‌ফ হইয়া যায়।"

হুজুর বলেন, জামাতের উচিত, অধিক হইতেও অধিকতর সংখ্যায় আরযী (অস্থায়ী) ওয়াকেফীন সৃষ্টি করা, যাহাতে আহ্‌বাবে-জামাত অধিকতর পরিমাণে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের ওয়ারিশ হইতে পারেন।

চাঁদা প্রসঙ্গে ঃ

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার যত টাকারই প্রয়োজন হয়, আল্লাহতায়ালা উহা স্বীয় ফজলক্রমে সংগ্রহ করিয়া দেন। যতই নিত্যনতুন কার্যের উদ্ভব ঘটুক না কেন, সেগুলির অনুপাতে আল্লাহতায়ালার ফজলও ততই বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। এ বৎসরও আল্লাহতায়ালার ফজলে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চাঁদাগুলিতে বিগত বৎসরের তুলনায় বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯৮৩ সালে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বমোট চাঁদার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শত ৮৭ টাকা (রুপিয়া)। আর ইহার পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৮২ সালে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ২ শত ৫২ টাকা। এমনিধারায় ৩৮ লক্ষ ৬ হাজার ৬ শত ৩৫ টাকা (রুপিয়া) এবৎসর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌।

হুজুর বলেন, কিছু সংখ্যক আমীর সাহেবান ঘাবড়াইয়া যান যে, অন্যান্য চাঁদার উপর জোর দিলে লাজেমী চাঁদাগুলিতে কমি আসিয়া যাইবে। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। জামাত আহমদীয়ার এখলাস,

নিষ্ঠা ও কুরবানীর জয্‌বা তো 'আম্‌র আয়ার'-এর ঝুলির ন্যায়—উহা হইতে যাহা ইচ্ছা বাহির করিয়া লও।

তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদার কথা উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৯৮২ সালে ইহার উসলী ছিল ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ৭ শত ৮৪ টাকা (রুপিয়া)। ইহার তুলনায় এ বৎসর (১৯৮৩ ইং) উক্ত অঙ্ক বর্ধিত হইয়া ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৬ শত ৫৯ টাকায় (রুপিয়া) উন্নীত হইয়াছে। এমনি ধারায় এ বৎসর ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা অধিক উসলী হইয়াছে।

ওক্‌ফে-জদীদের চাঁদা প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, ইহার প্রতি চলতি সালে ('৮৩ ইং) খুবই কম দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে কিন্তু (উল্লেখিত) উভয় আঞ্জুমানের তুলনায় (আপেক্ষিক ভাবে) ইহাতে অধিক উন্নতি ঘটিয়াছে। আমীর সাহেবান এবং আহ্‌বাবে-জামাত মনে করেন যে, এই চাঁদাটির দিকে মনোযোগ প্রয়োগের প্রয়োজনই নাই। হুজুর বলেন, আমার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমি নিজে এই বিভাগে কাজ করিয়া আসিয়াছি। স্মর্তব্য যে, হুজুর (আইয়্যাদাহুল্লাহু তায়ালা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আঞ্জুমানে ওক্‌ফে-জদীদের নাযেম-ইরশাদ ছিলেন।

হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-জদীদের বিগত সালের চাঁদার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২ শত ৭৩ টাকা (রুপিয়া)। আর এবৎসর এই চাঁদার পরিমাণ বাড়িয়া ১১ লক্ষ ৩১ শত ২০-এ উন্নীত হইয়াছে। এইরূপে বিগত বৎসরের তুলনায় ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮শত ৪৭ টাকা (রুপিয়া) বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

হুজুর বলেন, আমাদের সকল কাজ আল্লাহতায়ালা নিজেই করিতেছেন। এমনিধারায় জামাত প্রতিবৎসর বহুলপরিমাণে অগ্রসরমান হইয়া চলিয়াছে।

সাহায্যমূলক অঙ্কের পরিমাণ ঃ

হুজুর বলেন, সদর আঞ্জুমান প্রতি বৎসর উহার কর্মচারীবৃন্দকে তাহাদের হক্‌ হিসাবে গম (শস্য) এবং শীতকালীন বস্ত্র বাবদ সাহায্য দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, আঞ্জুমানের কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যদিগকেও সাহয্য দান করিয়া থাকে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকেও সাহায্য দান করা হয়। বিগত বৎসর দরিদ্র-অভাবি এবং কর্মচারীদিগকে সর্বমোট ২২ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত ২৬ টাকা (রুপিয়া) সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এবৎসর ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত ৩৩ টাকা সাহায্যস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে (প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে)।

তেমনিভাবে ছাত্রদের সাহায্য খাতেও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সুতরাং বিগত বৎসর ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ১ শত ৪৯ টাকার মোকাবিলায় এ বৎসর ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৯৫ টাকা (রুপিয়া) ছাত্রদিগকে সাহায্য দান করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, ইহাতে জামাতের সাধারণ উন্নতি ব্যতীত ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে জামাতের মেধাবী ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

দারুল-যিয়াফত (অতিথিশালা) ঃ

হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মেহ্‌মান নেওয়াযী (অথিতি সেবা)-এর বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা মেহ্‌মানদের আগমন সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে বহুল সুসংবাদ দান করিয়াছেন। এবং জানাইয়াছেন যে, 'বিপুল সংখ্যায় লোকজন আসিবে. এবং সেজন্য ঘাবরাইও না।'

হুজুর বলেন, মেহ্‌মানদের এত বিপুল সংখ্যায় আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ন্যায় সাহস ও উদ্যম সম্পন্ন ব্যক্তিকেও বলার প্রয়োজন ছিল যে, তাহাদের বিপুল সংখ্যায় আসাতে চিন্তান্বিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িও না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে জামাতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দারুল-যিয়াফতকেও প্রতি বৎসর সম্প্রসারিত হইতে হইবে। সুতরাং মেহ্‌মানদের সংখ্যায় বিগত বৎসরের তুলনায় এবৎসর বিপুল বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বিগত বৎসর ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮শত ৪৬ জন মেহ্‌মানকে এবং এবৎসর ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬শত ৩৫ জন মেহ্‌মানকে খাওয়ানো হইয়াছে। কোন কোন মাসে মেহ্‌মানদের সংখ্যা ৯১ হাজারে উপনীত হইয়াছে অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৩ হাজার।

হুজুর বলেন, দারুল-যিয়াফতে সম্প্রসারণের দৃষ্টি কোন হইতে একটি নতুন ব্লক নির্মাণ করা হইয়াছে। উহাতে ১২টি বেড-রুম রহিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত, ড্রাইং রুম ও ডাইনিং রুমও আছে।

তা'লীম (শিক্ষা-বিভাগ) ঃ

এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত পালন করিতেছে। অভাবি ছাত্রদিগকে সকল প্রকারে সাহায্য করা হয়। সমগ্র বিশ্ব হইতে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে একটি 'ডেস্ক' স্থাপন করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, জানি না যে, ইহার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে কি-না। দুই বৎসর পূর্বে তো ইহার বিষয়ে আমার সবিস্তারে জানা ছিল। যদি এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

হুজুর বলেন, 'নাযের সাহেব তা'লীমে'র নিকট আরও একটি দায়িত্ব ন্যাস্ত আছে। তিনি 'খেলাফত লাইব্রেরী কমিটি'-এর সদর (প্রধান)। তিনি লাইব্রেরীটিতে বহুবিধ জরুরী সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। একটি ব্যবস্থা Lamination সংক্রান্ত রহিয়াছে। অত্যন্ত মূল্যবান এবং পুরাতন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাগুলিকে ঔষধাদি প্রয়োগে এবং তারপর প্লাষ্টিকে আবৃত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হইতেছে। উহাদের ফটোষ্টেট কপি করিয়া সেগুলি সর্বসাধারণের উপকারার্থে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মূল গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত করা হইয়াছে। 'খেলাফত লাইব্রেরী'তে সম্প্রসাণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন 'উইং'-ও নির্মাণ করা হইতেছে। উহাতে ছাত্রদের জন্য পাঠ্য-পুস্তকাবলীর একটি সেকশন প্রবর্তন করা হইয়াছে, যেখানে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা (রুপিয়া) মূল্যের পাঠ্য-পুস্তকাবলী ক্রয় করা হইয়াছে। এতদ্বারা ১৫৭

জন ছাত্র উপকার লাভ করিতেছে। ছোটদের জন্যও একটি সেকশন পৃথক স্থাপন করা হইয়াছে যেখানে আপাততঃ ৮০০ পুস্তক রাখা আছে এবং সেখান হইতে দৈনিক ৬০জনেরও অধিক বাচ্চা ফায়দা হাসিল করিয়া থাকে।

নজারত তা'লীমের একটি নতুন শাখা ঃ

হুজুর বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন পদবী--'মহিলাদের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা' নামে কায়েম করা হইয়াছে। ইহার জন্য হযরত সৈয়দ মাহ্‌মুদুল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের (রাঃ) বিধবা স্ত্রী নিজেকে স্বেচ্ছামূলকভাবে বিনা বেতনে ওক্‌ফ করিয়াছেন। তাঁহার জিম্মায় দায়িত্ব হইল সমগ্র বিশ্বের আহ্‌মদী মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা। এবং তাঁহার আরও একটি গুরুত্ব-পূর্ণ দায়িত্ব হইবে এই যে, রাবওয়াতে মহিলাদের শিক্ষাগত উন্নতির লক্ষ্যে কাদিয়ানের (সাবেক) পদ্ধতিতে একটি দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা, যেখানে মেয়েদিগকে ঘরকন্যা ও গৃহ-সংস্থানমূল কাজ ব্যতীত দ্বীনি তা'লীম এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনের প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত উহাতে আরবী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ইত্যাদি ভাষা শিখানো হয় এবং সাধ্যানুপাতে অর্থনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

উমুরে আম্‌মা ঃ

হুজুর (আইঃ) 'নযারত উমূরে-আম্‌মা' সম্পর্কে বলেন, ইহা এরূপ একটি নযারত যে ইহা সুখ্যাতির জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু আবার বদনামও। বিগত বৎসর আমি এই নযারতকে উপদেশ দান করিয়াছিলাম যে, ইহা যেন নিজের প্রসিদ্ধির অপর অংশটি নিজের নামের উপর হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেন এবং মানুষের ফায়েদার কাজ করেন। এবং খেদমতে-খাল্‌ক (মানব সেবা), যাহা হইল এই নযারতের করণীয় কাজ উহাতে আগাইয়া অসুন। হুজুর বলেন, নযারতটি ইহার পরে বড়ই সুদৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটাইয়া দেখাইয়াছে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অনুযোগ আসার পরিবর্তে এখন প্রশংসন ও সাধুবাদ সূলভ পত্রাদি আসিতেছে। এবৎসর ১০৮টি ব্যাপার বা বিবাদ এ ধরণের ছিল, যেগুলিকে 'নযারত উমূরে-আম্‌মা' সহজ ও সুন্দরভাবে সারাইয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬৩ টির ফয়সালা সালিসী ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং দেনা-পাওনার ২৮টি মামলার নিষ্পত্তি করান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ৩০ হইতে ৩৫ জন দৈনিক নযারতের দপ্তরে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন।

ফজলে-উমর হাসপাতাল ঃ

ফজলে-উমর হাসপাতাল সম্পর্কে হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালার ফজলে এই হাসপাতালটি জামাতের প্রভূত খেদমত করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে পূর্বে কিছু কিছু অভিযোগ আসিয়াছিল যে, গরীব কারকুনদের পূর্ণ চিকিৎসা জুটে না। এখন ইহার নেযাম বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সকল কারকুনের চিকিৎসার পূর্ণ জামানত হাসিল আছে। ডাক্তারের কাজ হইল, চিকিৎসা

ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে যেন হন সংশয়মুক্ত ও পরিতুষ্ট। যদি চিকিৎসা অধিক ব্যয়-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা ব্যবস্থাই সাব্যস্ত করুন। যত খরচই লাগে, ততই করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কোন রোগীকে যদি বাহিরে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে জামাত উহার খরচ বহণ করিবে। হুজুর বলেন, ডাক্তার সাহেবানও অত্যন্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার সহিত কাজ করিতেছেন। এবৎসর হাসপাতালের জন্য একটি বৃহৎ ও ব্যাপক ভিত্তিক নির্মাণকার্যের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আসা আছে, ইশাআল্লাহ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকল প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণ হইবে। পূর্বে তো অবস্থা এই ছিল যে, হাস-পাতালে স্থান সঙ্কুলানের অভাব বশতঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টাই ডাক্তারগণ উপস্থিত থাকিতে পারিতেন। অথচ ডাক্তারের তো ২৪ ঘণ্টাই উপস্থিত থাকা উচিত। এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সময়সূচী বদলাইয়া বোধ হয় ১২ ঘণ্টা নির্ধারণ করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্‌, এই সময়-সীমা ক্রমবর্ধিত হইয়া ২৪ ঘণ্টায় পরিণত হইবে এবং ঐ সব নতুন যন্ত্রপাতিও—যেগুলির চাহিদা তাঁহারা পেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হুজুর বলেন, আমার খাহেস এবং দোওয়া এই যে, জামাত আহমদীয়ার হাসপাতাল কর্মচারীদের আখলাকের দিক দিয়াও এবং শুধু ঔষধের উপর নির্ভর না করার দিক হইতেও এবং গরীবদের প্রতি গভীর সহানুভূতি রাখার দিক হইতেও দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম হাসপাতালে পরিণত হউক।

হাসপাতালের জন্য ওক্‌ফে-আরযী ঃ

ফজলে-উমর হাসপাতাল প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) একটি নতুন তাহ্‌রীকও করিয়াছেন। হুজুর বলেন, আকাঙ্খা এই যে, এখানে পেশাগত বিশেষজ্ঞরাও যেন সারা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হয়। সেজন্য উচ্চ পর্যায়ের পেশাগত বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তার সাহেবানের উচিত, তাঁহারা যেন ওক্‌ফে-আরযী করিয়া ফজলে-উমর হাসপাতালে আসেন। তাঁহারা লিখুন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে তাঁহারা ওক্‌ফে-আরযী করিয়া আসিতে পারিবেন। তাহা হইলে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, সারা বৎসর ব্যাপী হাসপাতালটি আরযী-ওক্‌ফকারী ডাক্তারদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিতে পারিবে। এই ধারায় হাসপাতালটি কোন অতিরিক্ত ব্যয়ভার ব্যতিরেকেই উপযুক্ত পেশাগত দক্ষ ডাক্তার লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

হাসপাতালটির কর্মতৎপরতার পরিসংখ্যান বর্ণনা করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, এক বৎসর ৬ হাজারটি এক্স-রে করা হইয়াছে, দশ হাজার ল্যাবারটারী-টেষ্ট সুসম্পন্ন হইয়াছে, ২৫ শত বড় ধরণের অস্ত্রপ্রচার এবং ৪শত ছোট ধরণের অস্ত্রোপচার সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা জানাইয়া-ছেন যে, কাজ এখন এতই বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে যে, ২৫টি নতুন শুন্যস্থান পুরণ করা হইতেছে। হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালার রহ্‌মতের জালওয়াসমূহ নাজেল হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতকে উন্নতির পর উন্নতি দান করিয়া চলিয়াছেন।

কাযা (বিচার-বিভাগ) ঃ

হুজুর বলেন, কাযা (বিচার)-বিভাগ পূর্বের চাইতে ভাল কাজ করিতেছে। যদিও এই বিভাগ সর্বদাই ভাল কাজ করিয়া আসিতেছে, আনন্দের বিষয় এখন এই যে, আহ্‌বাবে-জামাতের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও আপোষ নিষ্পত্তির প্রবণতা বাড়িয়া চলিয়াছে। সেইজন্য কাজ আর বেশী কঠিন হয় না। যদি নিয়ত ঠিক থাকে, তাহা হইলে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের শীঘ্র নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এখন এরূপ ভাবগতি ও প্রবণতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পরস্পরের মধ্যে শীঘ্র মিটমাট ও নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কাযার প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য একটি নতুন অট্টালিকা তামির করা হইতেছে। উহাতে সকল দপ্তর স্থানান্তরিত হইবে। উহাতে কাযা-বোর্ডের সদর সাহেবও বসিবেন; উকিল ও কাযী সাহেবানের বসার জায়গাও থাকিবে এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনও পূরণ হইবে।

বুয়ুতুল-হাম্‌দ ঃ

৪র্থ খেলাফত-কালের নতুন একটি জারীকৃত তাহ্‌রীক—'বুয়ূতুল-হামদ' সম্পর্কে হুজুর বলেন; বিগত বৎসর এই তাহ্‌রীকটিকে কোন দীর্ঘমেয়াদী তাহ্‌রীকে পর্যবসিত করিবার কোন আশা বা ধারণা ছিল না। কিন্তু নাযেরে আ'লা সাহেব একটি স্বপ্ন দেখিলেন, যাহাতে ইহার ইঙ্গিত ছিল যে, উক্ত তাহ্‌রীক অব্যাহত থাকা উচিত। এবং এখন আশা এই যে, এই তাহ্‌রীকটি দীর্ঘস্থায়ী হিসাবে চলিবে। হুজুর বলেন, আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহাতে এক এক লক্ষ টাকা পরিমাণ চাঁদা দানকারী আহ্‌মদীরা অধিক সংখ্যায় আগাইয়া আসুন। তাহা হইলে এক কোটি টাকা একত্র হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। তথাপি যাহার যতটুকু সামর্থে কুলায় ততটুকুই সে পেশ করুক। সুতরাং এক মাসের মধ্যে এক কোটি চার লক্ষ রুপিয়ারও উর্ধে ওয়াদা আসিয়া গিয়াছে। এখনও বাহিরের দেশ গুলি হইতে টেলিগ্রাম আসিতেছে। এই তাহ্‌রীকটিতে যে ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করিয়াছে সে বড়ই এখলাসের সহিত শরীক হইয়াছে। যাঁহারা পূর্বে এক এক লক্ষ রুপিয়া চাঁদা দিয়া ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের ওয়াদা দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। কোন একজন ব্যক্তিও ইহা বলেন নাই যে, তিনি যেহতু বিগত বৎসর দিয়াছিলেন, সেজন্য এখন আর দিবেন না। একথা কেহ বলেন নাই।

মালী কুরবানীর একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত ঃ

হুজুর মালী কুরবানীর উল্লেখ প্রসঙ্গে জামাত আহমদীয়ার একজন মুখলেস ভ্রাতার কথা একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন, একজন মিশরীয় আহমদী ভ্রাতা, যিনি কানাডায় অবস্থানরত আছেন, তিনি মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণ মোকাম রাখেন। এই ভ্রাতা হইলেন মোকাররম মোস্তফা সাবেত সাহেব।

হুজুর বলেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত সমুহ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি সাধারণতঃ কাহারও নাম লই না। কিন্তু কুরআন করীম হইতে জানা যায় যে, কোন কোন সময় বা ক্ষেত্রে নাম লওয়াও

যথার্থ হইয়া থাকে। সেজন্য নাম লইয়া বলার জন্য আমি তাঁহাকে নির্বাচন করিয়াছি। তিনি দশ হাজার ডলার কানাডা মিশন নির্মাণ ফাণ্ডে দান করিয়াছেন এবং ১৯৮৪ সালের তাহ্‌রীক-জদীদের ওয়াদা ছয়শত ডলারও পরিশোধ করিয়াছেন। এ ছাড়া, ওসিয়ত এবং অন্যান্য তাহ্‌রীকে তিনি সমষ্টিগত ভাবে প্রায় ১৮ হাজার ডলার পরিশোধ করিয়াছেন। উক্ত অঙ্ক তাঁহার সামগ্রিক আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, "ইহা সত্বেও আমি বরদাস্ত করিতে পারি না যে, বুয়ুতুল-হাম্‌দে মানুষে চাঁদা দিবে, আর আমি বঞ্চিত থাকিব। সেজন্য বুয়ুতুল-হাম্‌দে আমার এক লক্ষ রূপিয়া ধরিয়া লউন।"

হুজুর বলেন, ইহা তো হইল বিত্তবান ব্যক্তিদের কুরবানীর জয্‌বা, যাঁহারা অত্যন্ত এখলাস, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রীতি সহকারে একজনের চাইতে আর একজন আগে বাড়িয়া কুরবানী পেশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ময়দানে গরীবরাও পিছাইয়া নয়। তারপর এখন মানুষের অন্তঃকরণ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালাই উত্তম জানেন. তাঁহার সমীপে কে বেশী আগাইয়া যাইতে পারে। সেজন্য কুরবানী পেশকারীদের উচিত, তাঁহারা যেন সর্বদাই ইস্তেগফার করিতে থাকেন, যাহাতে আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের কুরবানী গ্রহণ করেন।

হুজুর এই প্রসঙ্গে একটি গরীব পরিবারের একজন বাচ্চার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যে বাচ্চাটি হুজুরকে লিখিয়াছে, 'আমি স্কুলের ছাত্র। আমার মা বিধবা এবং দুইটি গৃহে কাজ করিয়া তিনি ৯০ টাকা পান। আমার নিকট খাতা-কাগজ কিনার জন্য ৫ টাকা ছিল, যাহা আমি বুয়ুতুল-হাম্‌দের ফাণ্ডে পেশ করিতেছি।'

হুজুর বলেন, জগৎ জুড়িয়া এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি?! যাহাদের চক্ষু দিয়া খোদাতায়ালার মহব্বতের আলো এইরূপে বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাদিগকে খোদাতায়ালা কেনই বা তাঁহার কৃপা ও সাহায্য-সমর্থনে ভূষিত করিবেন না?! (ক্রমশঃ)

(দৈনিক 'আল-ফজল' ৩রা হইতে ৮ই জানুয়ারী' ৮৪ ইং)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

o—o

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ পৃঃ ২৯) —**হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)**

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ, চুম্বক এবং পারমানকিক শক্তির ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং উন্মোচিত হয়েছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার। মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-লব্ধ আবিষ্কার এবং কারিগরী কলা-কৌশল ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই সকল আবিষ্কার মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যেও নিয়োজিত, আবার ধ্বংসের জন্যও মারাত্মকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে!

এই ধ্বংস প্রধানতঃ তিন প্রকারে সংঘটিত হচ্ছে ঃ

(ক) প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞানের সাধনার একটি বৃহৎ অংশকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৌশলগত দিক দিয়ে এক রাষ্ট্র অন্য বিরোধী রাষ্ট্রের চেয়ে যেন সর্বদাই উন্নতর পর্যায়ে থাকতে পারে। এই তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে বৃহৎ-শক্তিগুলি বিশেষতঃ 'ন্যাটো' এবং 'ওয়ারশা' জোটদ্বয় মারাত্মক মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় পৃথিবীব্যাপী শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে, 'বিস্ফোরক কেন্দ্র' সৃষ্টি করছে এবং সেই দাবানলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে পড়ছে। বৃহৎ শক্তিগুলির 'প্রভাব পরিসীমা' বৃদ্ধির প্রয়াস, বিশ্বব্যাপী সামরিক প্রস্তুতির ভয়াবহতা এবং উহার অর্থনৈতিক চাপ ক্রমান্বয়ে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। ভেবে দেখতে হবে যে, এই শ্বাসরুদ্ধকর বিশ্ব-পরিস্থিতি হতে মুক্তির কি কোন পথ নেই?

(খ) বিজ্ঞানের কোন কোন আবিষ্কারকে কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয় ক্ষেত্রে পূর্বের চাইতে বর্ধিত হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে মানুষের নৈতিক জীবনের উপর অধিক মাত্রায় কাল ছায়া ফেলছে কতকগুলি আবিষ্কার, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সিনেমা, ভি-সি-আর, টি-ভি এবং আনুসাঙ্গিক যন্ত্রাদি, অশ্লীল পত্রিকা ও পুস্তকাদি, স্লিপিং পিল, ম্যারিজোয়না জাতীয় ঔষধ ইত্যাদি। যেমন এইগুলিকে মানব-কল্যাণে ব্যবহার করা হয়, তেমনি আবার এগুলির অপব্যবহারের বিষময় কুফল ভোগ করছে অগণিত মানুষ। অশান্তির কাল ছায়া নেমে আসছে অজস্র পরিবারে এবং জনপদে।

(গ) বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি বর্তমানে যে পরিমাণ বস্তু-শক্তি এবং বস্তু-সুখের সম্ভাবনাকে মানুষের করায়ত্ত এবং সহজলভ্য করতে সমর্থ হয়েছে, সেই তুলনায় ঐ শক্তি এবং সহজ-লভ্যতাকে যথার্থভাবে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করে শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক আদর্শপুর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাকে অধিকাংশ মানুষ এখনও গ্রহণ করে নাই। ফলতঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং মানবিক আদর্শের বাস্তবায়নের মধ্যে যে ব্যবধান প্রকটতর হয়ে উঠেছে তাতে বিশ্ব-পরিস্থিতি এমন মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন যা পূর্বে কখনই এত তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই! তাই উগ্র জাতীয় জাতীয়তা

বাদী নীতি যেমন অতীতে মহা-যুদ্ধ বাঁধিয়েছে, তেমনি চরমপন্থী পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদ আদর্শিক দৈন্যতার কারণে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে আটকা পড়েছে! এই অবস্থা হতে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে—অন্যথায় পৃথিবীকে রক্তস্নাত মহাসমরের বিভিষীকা অতিক্রম করতেই হবে।

অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত ঃ

আযাব বা শাস্তির পরিমাণ এবং প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো। একটি ২৫-মেগাটন শক্তি-সম্পন্ন পরমাণু বোমা জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে ১২৫০ গুণ অধিকতর ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী। এরূপ একটি পারমানবিক বোমা কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হলে যে ক্ষয়-ক্ষতি হবে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—(ক) প্রচণ্ড বায়ু-তরঙ্গ (Blast Wave) উৎক্ষিপ্ত হবে যার ফলে ২৫০ বর্গমাইল এলাকায় সমস্ত ঘরবাড়ি এবং জন-বসতি নিশ্চিহ্ন হবে; (খ) অতিকায় অগ্নি-বলয় (Huge Fire-ball) তেজক্রিয়া ধূলি ঝড় (Radio active Fall out) হিসেবে চারিদিকে ছড়াতে থাকবে যার ফলে ১৫০০০ বর্গমাইল জায়গা মারাত্মক তেজক্রিয় বস্তু-কণার আস্তরনে আচ্ছাদিত হবে এবং অগণিত মানুষ ও পশু-পাখী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে; (গ) বায়ু-প্রবাহের ফলে তেজক্রিয়া বস্তুকণা (বিশেষতঃ ষ্ট্রনশিয়াম-৯০) শত শত মাইল ব্যাপী ছড়াতে থাকবে এবং ভূপৃষ্ঠকে দূষিত (Contamination) করতে থাকবে। এই তেজক্রিয়ষয় দূষনের মারাত্মক পরিণতি হবে খুবই সুদূর-প্রসারী। কারণ ষ্ট্রনশিয়াম-৯০-এর তেজক্রিয় ক্ষমতার অর্ধেক বিনষ্ট হতে সময় লাগবে ২৮ বছর এবং পরবর্তী এক-চতুর্থাংশ শেষ হতে সময় লাগবে আরো ২৮ বছর। অর্থাৎ পরমাণু-বোমা-বিস্ফারনের সময় হতে ৫৬ বছর পরও এক-চতুর্থাংশ পরিমান ধূলি-মিশ্রিত ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ আক্রান্ত এলাকায় থেকে যাবে এবং উৎপাদিত শাক-শব্জি ও ফসলাদির মাধ্যমে রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের দেহে প্রবেশ করতে থাকবে। এর ফলে অস্থি-ক্যানসার, টিউমার, ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি মহারারী রূপে দেখা দিবে।

প্রফেসর রিচার্ড কারউইন ১৯৮২ সালে সিসিলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞানী সম্মেলনে বলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ হতে রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ ও পশুদের মধ্যে অধিকাংশকেই অন্ধত্ব বরণ করতে হবে। এই সম্মেলনে আরো উদঘাটিত হয়েছে যে এক বছরে পরামাণু অস্ত্র-সজ্জার ধ্বংসকারী ক্ষমতা ৯০,০০০ মিলিয়ন টন টি-এন-টি হতে ১৪০০০ টনে বর্ধিত হয়েছে; যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ২৫,০০০ পরমাণু সজ্জিত মারণাস্ত্র রয়েছে এবং সম্ভবত: রাশিয়ারও অনুরূপ সংখ্যার মরণাস্ত্র রয়েছে; এবং সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধে ৫০ কোটি হতে ৯৫০ কোটি লোক প্রান হারাবে।

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে, জলে, স্থলে এবং আন্তরীক্ষে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি যেভাবে মারাত্মক প্রতিযোগিতায় প্রমত্ত হয়ে উঠেছে, যেভাবে সামরিক খাতে অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক সাধনাকে মানব ধ্বংসের যন্ত্র ও কলা-কৌশল আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রগত এবং শক্তি-জোট-ভিত্তিক কূটনীতি নতুন নতুন সমস্যা এবং বিস্ফোরক কেন্দ্র সৃষ্টি করে চলেছে—তাতে এটা সুস্পষ্ট যে মানুষের জীবন-রক্ষার চাইতে বর্তমনে জীবন ধ্বংসের আয়োজন অনেক বেশী এবং এজন্য বিজ্ঞানীদের চাইতে বিজ্ঞানীদের পরিচালক এবং ব্যবহারকারীগণই বেশী দায়ী।

পবিত্র কুরআনের সতর্কবাণী ঃ

(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা এই নীতি নিরূপন করেছেন যে, তিনি কোন সতর্ককারী প্রেরণ না করে আযাব বা শাস্তি প্রেরণ করেন না (সুরা বণী ইস্রায়েল ঃ ১৬)। বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের অপব্যবহারের ফলশ্রুতিতে আতঙ্কিত বিশ্ব-মানবতার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর আগমন দ্বারা এই ঐশী-নীতি পূর্ণতা লাভ করেছে। আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ন-প্রচার ব্যতীত বিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহারের নিশ্চয়তা কোন মানব-রচিত সংগঠন দিতে পারে না। জাতিপুঞ্জ এবং বর্তমানের জাতিসংঘের ব্যর্থতা এ কথার বাস্তব প্রমাণ।

(খ) "রসুলগণ (বিশ্বাসীদের জন্য) সুসংবাদ-দাতা এবং (অবিশ্বাসীদের জন্য) সাবধানকারী। রসুলগণের আগমণের পর মানুষ তাঁহাদের সম্পর্কে যেন কোন অজুহাত দেখাইতে না পারে। আল্লাহ মহাশক্তিশালী এবং মহাজ্ঞানী।" (সুরা নিসা ঃ ২৩ রুকু)

(গ) "আমরা বিপথগামীদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত করিয়াছি যাহার জ্বলন্ত শিখা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে, এবং যদি তাহারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করে তাহাদিগকে গলিত সীসার ন্যায় পানীয় দেওয়া হইবে যাহা তাহাদের মুখ-মণ্ডল দগ্ধ করিবে। কি ভয়ঙ্কর সেই পানীয়, আর কত ভয়ঙ্কর সেই অগ্নিময় বাসস্থান" (সুরা কাহাফ ঃ ৪র্থ রুকু)

এই প্রজ্জলিত অগ্নি কিভাবে আধুনিক মারণাস্ত্র তথা পারমানবিক বোমার নিক্ষেপের ফলে বিশ্ববাসীকে গ্রাস করবে তারই রেখা-চিত্র উপরে বর্ণিত হয়েছে।

(খ) যখন ইয়াজুজ-মাজুজ ছড়াইয়া পড়িবে তখনও ঐরূপ ধ্বংস সংঘটিত হইবে। (সুরা আম্বিয়া ঃ ৭ রুকু)।

ধর্মহীন পার্থিব উন্নতি সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বরং দুর্নিবার আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে, তারই মহড়া চলছে বর্তমান যুগের ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে তথা পাশ্চাত্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে।

(ঙ) "হে দুইটি বৃহৎ দল। শীঘ্রই আমরা তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিব। ..... তোমাদের জন্য অগ্নি শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরিত হইবে এবং তোমরা নিরুপায় হইয়া পড়িবে।" (সুরা রহমান ঃ ২ রুকু)।

'দুইটি বৃহৎ দল' বলতে বিশেষ করে আধুনিক পুঁজিবাদী দল এবং সাম্যবাদী দলকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আধুনিক মারনাস্ত্রের ভয়াবহতার একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত আয়াতগুলিতে।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ ও মাহদী (আঃ) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে খোদাতায়ালার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে ঘোষণা করেছেন ঃ

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় প্রকাশ ঘটাইবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।" ('হকীকাতুল ওহী') : (ক্রমশঃ)

—মোঃ খলিলুর রহমান

সংবাদ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

চট্টগ্রাম বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ঃ

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে চট্টগ্রাম বিভাগীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ দিন ব্যাপী ৯ম বার্ষিক তালিম ও তরবিয়তী ক্লাশ গত ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে অত্যন্ত সাফল্য জনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐশী সিলসিলার এই মোবারক শিক্ষামূলক ক্লাশে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জামালপুর (সিলেট) মজলিসসহ মোট ৯৩টি মজলিস থেকে ১০৫ জন আতফাল (কিশোর) ও ৪৩ জন খোদ্দাম (যুবক) অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন ভোররাত ৪-৩০ মিঃ বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দৈনিক ক্লাশের কর্মসূচী শুরু হতো। ক্লাশের কর্মসূচী মোতাবেক কুরআন শিক্ষা, হাদীস, উর্দু শিক্ষা, দ্বীনি মসলা-মসায়েল, দোওয়া, বক্তৃতা, শরীর চর্চ্চা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্লাশে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ই ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরেব সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অধিবেশনে যোগদানের জন্য সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ও নায়েম আতফাল জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ সিরাজী সাহেব ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আগমন করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারক প্রাংগনে মাননীয় মেহমানগণকে ক্লাশের ছাত্রগণ কর্তৃক সুশৃংখল-ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

সমাপ্তিঅধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব মোহতারম নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-২ ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব কাউসার আহমদ সাহেব জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ সিরাজী সাহেব, জনাব আবদুল হাদী সাহেব এবং সভাপতি সাহেব অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। অতঃপর ৯ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়, আহাদ ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর সমাপ্তি ক্লাশের ঘোষণা করেন মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব। উল্লেখ্য যে, ক্লাশে যোগদানকারী সকল আতফাল ও খোদ্দামের মধ্যে এক নব জাগরণের এবং ধর্মীয় অনুভুতি সৃষ্টির আদর্শ নমুনা দেখা গিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
সেক্রেটারী, বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ কমিটি

খুলনা বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ঃ

উল্লেখ্য যে, গত ২২শে জানুয়ারী খুলনা শহরে খুলনা বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-২ এবং ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব।

বার্ষিক পিকনিক ঃ

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুরস্থ ন্যাশনাল গার্ডেনে বার্ষিক বনভোজনের (পিকনিকের) আয়োজন করা হয়। মোট ৬৮ জন খোদ্দাম এবং কিছু জেরে তবলীগ বন্ধু এই পিকনিকে অংশ নেন। এছাড়া সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, ঢাকা জামাতের আমীর মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব ও ন্যাশনাল কায়েদ মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব সম্মানিত অতিথি হিসাবে এতে অংশগ্রহণ করেন। এ পিকনিক এক ব্যতিক্রম ধর্মী এবং আত্মার খোরাক সমন্বিত. বিশেষ করে আজকের জগত যেভাবে পিকনিক করে নিজেদের অর্থ ও সময় নষ্ট করেছে তার থেকে বিপরিত ছিল খোদ্দামুল আহমদীয়ার এই পিকনিক।

সকাল ৯-৩০ মিঃ ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সকলে বাসে আরোহণ করেন। ঢাকা শহর অতিক্রমের পর মাইকে বেজে উঠে "আখেরী জামানা আসিয়াছে ভাই" "খেলাফতে ডাক" ইত্যাদি বাংলা নজমগুলি। ১১টায় ন্যাশনাল গার্ডেনে পেঁৗছে নাস্তার পর কর্মসুচী মোতাবেক "সৃষ্টির রহস্য" সম্পর্কে যার যার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দলীয়ভাবে বন বিচরণ করা হয়। বেলা ১-১৫ মিঃ বনে মাইকে সুললিতকণ্ঠে যোহরের আযান, পরে বা-জামাত যোহর ও আসরের নামায আদায় করা হয়। উল্লেখ্য যে মাইকে আযানের সময় এবং নামায পড়ার সময় ন্যাশন্যাল গার্ডেনে আগত আরো বহু সংখ্যক পিকনিক পার্টি তাদের মাইকের গান বাজনা বন্ধ রাখেন এবং খোদ্দামদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের কৌতুহল জাগে, কেহ কেহ এতে সামিলও হয়েছেন। অন্যান্য সময়ও মাইকে বাংলা ও উর্দু নযমগুলি বাজতে থাকে। দুপুরে "বন ভোজনের" পর আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আমিরুল হক সাহেব ও তার দল প্রথম এবং জনাব মসিউল হক সাহেব ও তার দল দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এ মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠানটিতে জ্ঞানগর্ভ তরবিয়তমুলক মন্তব্য রাখেন ঢাকা জামাতের আমীর সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ এবং সদর মুরুব্বী সাহেবদ্বয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরন করেন জনাব খলিলুর রহমান সাহেব। এক অনাবিল আনন্দ রুহানী খোরাকসহ পিকনিক দল সমস্ত রাস্তা, মাইকে নযম বাজাতে বাজাতে আঞ্জুমানে ফিরে আসেন সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায়। আল-হামদুলিল্লাহ।

—**এন, এন, মোহাম্মদ সালেক**, চেয়ারম্যান পিকনিক কমিটি।

মজলিস পরিদর্শন ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ও নায়েম মাল জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার সাহেব গত ২২শে জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় মজলিস সমূহ পরিদর্শন করেন। মজলিস পরিদর্শনের সময় মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সর্বত্র মজলিসের কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করতে, হুজুর (আইঃ)-এর তাহরীক "দারী ইলাল্লাহ"-এর প্রতি মনযোগী হতে আহ্বান জানান। যে সকল মজলিস পরিদর্শন করেন সেগুলি হচ্ছে ঃ খুলনা, যশোহর, উখলী, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, নাসেরাবাদ, তেবাড়ীয়া, পুরুলিয়া, বগুড়া, রংপুর, মাহিগঞ্জ, শ্যামপুর, ভাতগাঁও, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর ও আহমেদনগর। —**মোহাম্মদ আবদুল জলিল**, ন্যাশনাল মোতামেদ, মঃ খোঃ আঃ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় ভ্রাতা (সকল স্থানীর কায়েদ)

আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আল্লাহর অশেষ ফজল ও রহমতে আগামী ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ, ১৯৮৪ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। জলসায় যোগদানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহমদী ভ্রাতাগণ এখানে উপস্থিত হইবেন। আমরা আশা করি আপনি এবং আপনার মজলিসের অধিক সংখ্যক খোদ্দাম আতফাল এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

জলসাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উপর এক গুরু দায়িত্ব বর্তায়। প্রকারান্তরে এই দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রতিটি খাদেম ও তিফলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু মোমেন কখনই সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে পিছাইয়া থাকে না—তদনুযায়ী আপনার মজলিস তথা মজলিসের খোদ্দাম এবং আতফাল এই দায়িত্ব হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। এই জন্য এই দায়িত্ব পালনে আপনার মজলিস অধিকভাবে আগাইয়া আসিবে বলিয়া আমরা মনে করি। বাংলাদেশ মজলিসের উপর আরোপিত দায়িত্ব অনুযায়ী আমাদের নিকট হইতে আপনার উপর দায়িত্ব এই যে, আপনারা অধিক সংখ্যক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। এবং আপনারা জলসায় যোগদানের পূর্বে আমাদের নিকট সেই সমস্ত মুজাহিদ খোদ্দাম এবং আতফালের তালিকা পেশ করিবেন—যাহারা নিজদিগকে জলসার প্রয়োজনে ওয়াকফ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা আশা করি আপনার মজলিস হইতে আগমনকারী প্রত্যেক ভ্রাতা নিজেকে ওয়াকফ কারীর অন্তর্ভুক্ত করিবেন। আমরা ইহাও আশা করি যে, এই মুজাহিদের সংখ্যা বাড়াইতে আপনি অধিক পরিমাণে সচেষ্ট হইবেন এবং খোদ্দামকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। আপনার কাজের সুবিধার্থে যে সমস্ত খোদ্দাম এই মহতী নির্দেশে সাড়া দিবেন তাহাদের প্রতি দশজনের জন্য একজন করিয়া সায়েক মনোনীত করিয়া তালিকাতে সংযুক্ত করিবেন। এই কাজকে সষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনার সহযোগিতা কামনা করিতেছি। বিস্তারিত জানার জন্য জলসায় আসার পর বাংলাদেশ মজলিসের সহিত যোগাযোগ করিবেন। জলসায় দ্বিতীয় দিন কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে-ইনশাল্লাহ। **মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ**

ন্যাশনাল কায়েদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

দোওয়ার আবেদন

তাহেরাবাদ অঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্য মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব গত ৯লা জানুয়ারী পেটের ব্যাথার জন্য অস্ত্রোপচার করেন। তার আশু রোগ মুক্তি, সুস্বাস্থ্য কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের খেদমতে খাস দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

—মোহাম্মদ জিনাত আলী

জেনারেল সেক্রেটারী, তাহেরাবাদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাজশাহী।

খড়মপুরে পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন
ঈমানবর্ধক অনুষ্ঠান

আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে খড়মপুরে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ রোজ শুক্রবার জুময়ার নামায আদায়ের পর সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জামাতের পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, জামালপুর (সিলেট), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আখাওড়া, দেবগ্রাম, ক্রোড়া, বাসুদেব, তারুয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জামাত হইতে প্রায় দেড়শত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী সমবেত হন। ঢাকা হইতে আগত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্তারম আমীর সাহেবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে নায়েব আমীর (আওয়াল) মোহ্তারম জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়ার পর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সেই সঙ্গে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণও তাঁহার আহ্বানে ভিত্তিস্থলে প্রত্যেকে একটি করিয়া ইষ্টক স্থাপন করেন: (১) জনাব গোলাম মৌলা খাদেম সাহেব, প্রেসিডেন্ট খড়মপুর আঃ আঃ; (২) জনাব গোলাম আহ্মদ খান সাহেব. আমীর চট্টগ্রাম আঃ আঃ (৩) জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, নাজেম আ'লা বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্; (৪) জনাব ডাঃ আহ্মদ আলী সাহেব, প্রেসিডেন্ট তারুয়া আঃ আঃ; (৫) জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব, প্রেসিডেন্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আঃ (৬) জনাব মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী; (৭) জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী (৮) জনাব মৌঃ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম; (৯) জনাব আবদুর রহ্মান সাহেব (প্রবীণ আহমদী, ক্রোড়া আঃ আঃ;) (১০) জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব (ঢাকা); (১১) বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে জনাব নূরুন-নওয়াব মোঃ সালেক সাহেব। তারপর পুনরায় ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই মহতী পবিত্র অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন অনুষ্ঠান পূর্ব জুময়ার নামায পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব এবং জুময়ার খোৎবায় তিনি কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে আল্লাহতায়ালার প্রাচীনতম পবিত্র গৃহ খানা-এ কা'বার অবস্থিতি ও বিলুপ্তি, তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক উহার পুনঃ নির্মাণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আল্লাহতায়ালার খাঁটি ও পূর্ণ তৌহিদ ও ইবাদতকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত মসজিদ স্থাপনের মৌলিক ও মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বর্তমান যুগে আল্লাহতায়ালার কায়েমকৃত জামাত আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী কল্যাণপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া এক ঈমানবর্ধক ও সময়োপযোগী খোৎবা প্রদান করেন এবং এতদঞ্চলে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পাকা মসজিদটি স্থাপন ও সুষ্ঠু-ভাবে ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পূর্ণ ও খাঁটি তৌহিদ ও ইবাদত কায়েম হওয়ার এবং মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদা সুরক্ষিত হওয়ার জন্য সকলের নিকট খাসভাবে

দোওয়ার আহ্বান জানান। এবং সেই সঙ্গে খড়মপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং প্রবীণআহমদী জনাব গোলাম মৌলা খাদেম সাহেবের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু এবং খড়মপুর খাদেম ফ্যামিলীর অন্যান্য সকল সদস্য যাঁহারা এখলাস ও নিষ্ঠার সহিত এই মসজিদটি স্থাপন ও নির্মাণে নেক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন তাহাদের সকলের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন।

উল্লেখ্য যে, মসজিদটি প্রথমে ১৯৮২ সালে টিনের চৌচালা ও বাঁসের বেড়া দিয়া সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হইয়াছিল। তারপর '৮৩ সালের মার্চ মাসে রাত্রির অন্ধকায়ে কে বা কাহারা আল্লাহর পবিত্র গৃহ এই মসজিদটিকে উহাতে রক্ষিত কুরআন শরীফ ও বহু দ্বীনি কেতাবসহ পুড়াইয়া দেয়। আল্লাহতায়ালার খাটি তৌহিদ ও ইবাদত কায়েম করার জন্যই যেহেতু আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইহেতু এবার খড়মপুরে পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা ইহাকে এতদঞ্চলের জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ করুন। আমিন।

(আহ্মদী রিপোর্ট)

খুলনা মজলিসে লাজনা আমাউল্লাহর প্রথম বার্ষিক ইজতেমা

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ খুলনা মজলিসে লাজনা আমাউল্লাহর প্রথম বার্ষিক ইজতেমা খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দারুল ফজল মসজিদ প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়। লাজনা নাসেরাসহ মোট ৫৩ জন সদস্যা এই ইজতেমায় যোগদান করেন। এর মধ্যে বেশ কয়েক জন জেরে তবলীগ ভগ্নিও সমগ্র প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকিয়া কোন কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ৮-০০টা হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি আল্লাহতায়ালার ফজলে সুশৃংখল তথা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সকাল বেলা অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে প্রতিযোগিতামুলক বিষয় ছিল কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, দ্বীনি মালুমাত লিখিত পরীক্ষাসহ লাজনার বালিশ ছোড়া খেলা ও নাসেরাতের স্কিপিং খেলা। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও লাজনা আমাউল্লাহর নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সমাপনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত সকলের জন্য সকাল ও বিকালের নাস্তা এবং দুপুরে কিছু উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

প্রতিযোগিতার ফলাফল ছিল কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ প্রতিযোগিতায় উভয় বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিসেস তাহলিমা আজিজ এবং উভয় বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মিসেস রহিমা জাকীর এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে মিসেস সুফিয়া জালাল ও মিস ছারফুননেছা। দ্বীনি মালুমাত লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মিস ছারফুননেছা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মিস জিন্নাত আরা (সীমা) ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মিসেস রেশমা হাবীব। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন মিস জিন্নাত আরা (সীমা), দ্বিতীয় মিসেস আঞ্জুমান আরা রাজ্জাক ও তৃতীয় মিস ছারফুননেছা। খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় লাজনার বালিশ ছোড়া খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মিসেস রেশমা হাবিব, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মিসেস আতিয়া রহমান ও তৃতীয় মিসেস আবদুল জব্বার সাহেবা। নাসেরাতের স্কিপিং খেলায় প্রথম হন মিস তাহমিনা, দ্বিতীয় মিস শেলিনা ও তৃতীয় মিস সুরাইয়া হক।

খুলনা লাজনা আমাউল্লাহ আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের মাধ্যমে এবার সর্বপ্রথম তাহাদের সংগঠনের কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশ মজলিসে লাজনা আমা-

উল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবার প্রতিনিধি মিসেস মোসলেমা সালাম সাহেবা এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আদর্শ জননী হিসাবে ইসলামী রংগে রংগীন হইয়া শিশুদের তালিম ও প্রতিবেশী ও বান্ধবী মহলে আদর্শ স্থাপনের মাধ্যমে তবলীগ পৌঁছাইতে আহ্‌বান করেন সদর মুরুব্বী জনাব ফারুক আহমদ সাহেদ সাহেব। সভাপতি সাহেবাও একই বিষয়ে আদর্শ জননীর কর্মসূচী কেমন করিয়া হইতে পারে এই প্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আহমদী মহিলাদের এহেন উদ্দীপনাময় রুহানী পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে পেরে উপস্থিত জেরে তবলীগ গয়ের আহমদী মহিলাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন একজন বৃদ্ধ মহিলা মিসেস আনোয়ারা বেগম। অতঃপর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করেন সভাপতি সাহেবা এবং একই সংগে সকল অংশ গ্রহণকারিনীদেরকেও সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। দোওয়ার মাধ্যমে লাজনা আমাউল্লাহর প্রথম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। —সংবাদদাতা ঃ বিভাগীয় কায়েদ, খুলনা

আনসারুল্লাহর বার্ষিক তা'লীমি প্রোগ্রাম

মজলিসে আনসারুল্লাহ মার্কাজিয়া (রাবওয়া) হইতে প্রাপ্ত ১৯৮৪ সনের মধ্যে পালনীয় তা'লিমী প্রোগ্রাম নিম্নে দেওয়া হইল এবং এই প্রোগ্রাম বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সমস্ত সদস্যদের জন্য পালনীয় ঃ—

যেখানে মজলিস নাই সেখানে ব্যক্তির উপর এই প্রোগ্রাম প্রযোজ্য।

১। প্রত্যেক আনসারকে নামাজের কালাম অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক আনসারকে পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারার (অর্থাৎ সাইয়াকুলু) অর্থ শিখতে হইবে।

৩। প্রত্যেক আনসারকে পবিত্র কুরআনের শেষ ১০ (দশ) সুরা মুখস্ত করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রামের দুইটি পরীক্ষা লইতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পরীক্ষাটি লইতে হইবে ৩০শে মে, '৮৪ ও দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হইবে ৩০ শে নভেম্বর '৮৪ এর মধ্যে এবং ইহার ফলাফল নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রাম ব্যতীত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত নিম্নলিখিত কিতাব মাসিক ভিত্তিক অধ্যায়ন করার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে :—

১। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪—আল-ওসিয়ত; ২। মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৪—জরুরাতুল ইমাম; ৩। মে-জুন, ১৯৮৪—ইসলামী নীতিদর্শন; ৪। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৪—একটি ভুল সংশোধন; ৫। নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪—ফাতেহ্ ইসলাম।

যাহারা উর্দ্দু জানেন তাহারা হুজুরের (আঃ) মূল উর্দ্দু কিতাব পাঠ করিবেন। যে সকল জামাতে এই কিতাব নাই, তাহারা ঢাকা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিবেন।

উপরোক্ত প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতিমাসে খাকছারের নিকট প্রেরণ করিবেন। খাকছার—**আবদুল কাদের ভূঁইয়া** মোতামাদ তালিম (সেক্রেটারী শিক্ষা)
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

তারুয়া ও ক্ষুদ্রব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সালানা জলসা

আগামী ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮৪ রোজ শুক্র ও শনিবার তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবারে ক্ষুদ্রব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আঃ-এর বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে উভয় জলসায় যোগদানের সাদর আমন্ত্রণ জানান যাইতেছে। জলসাদ্বয়ের কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়া করিবেন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar